INEE

An international network for education in emergencies
Un réseau international pour l'éducation en situations d'urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situações de emergência
الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

# জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার নূন্যতম মান বাংলাদেশ

*"আইএনইই শিক্ষার নূন্যতম মান: পূর্ব প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার"*-এর বাংলাদেশ সংস্করণ

Global Education Cluster

Education Cluster Bangladesh

# জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার নূন্যতম মান বাংলাদেশ

*"আইএনইই শিক্ষার নূন্যতম মান: পূর্ব প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার"*-এর বাংলাদেশ সংস্করণ

INEE

An international network for education in emergencies
Un réseau international pour l'éducation en situations d'urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situações de emergência
الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

ইন্টার-অ্যাজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিজ (INEE) হচ্ছে পেশাজীবী ও নীতি প্রণেতাদের একটি উন্মুক্ত ও বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক, যারা জরুরি পরিস্থিতিতে এবং সঙ্কট-পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সকল মানুষের জন্য গুণগত শিক্ষা এবং একটি নিরাপদ শিখন পরিবেশের অধিকার অর্জন করার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করেন।

আইএনইই (INEE) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: www.ineesite.org.

আইএনইই নূন্যতম মান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:
www.ineesite.org/minimum-standards.

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: INEE Toolkit at www.ineesite.org/Toolkit.

আইএনইই-এর সহায়তায় ও সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে তাঁদের ব্যবহারের জন্য এই নথিটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকাশনা:

আইএনইই নিউইয়র্ক ও সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ, ২০১৫

© আইএনইই ও সেভ দ্য চিলড্রেন ২০১৫
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই উপকরণটির স্বত্ব সংরক্ষিত, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যে এটি পুনঃপ্রকাশ করা যেতে পারে। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে এর অনুলিপি তৈরি করা বা অন্য কোনো প্রকাশনায় পুনর্ব্যবহার করা, অনুবাদ বা মুদ্রণের জন্য স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে লিখিতভাবে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে: MinimumStandards@ineesite.org.

অনুবাদ ও সম্পাদনা: মো. রেজাউল করিম
এম. কামরান জেকোব

অলঙ্করণ: প্রিন্টক্রাফট কোম্পানি লিমিটেড

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র: এডুকেশন ক্লাস্টার বাংলাদেশ

# বিষয়


| | |
|---|---|
| **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** | **৪** |
| **ভূমিকা** | **৬** |
| শিক্ষা বিষয়ক আইএনইই ন্যূনতম মান | ৬ |
| বাংলাদেশ প্রেক্ষিত | ৬ |
| বাংলাদেশে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মানের দেশীয়করণ | ৭ |
| কীভাবে এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করতে হবে | ৮ |
| অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ | ৮ |
| **ক্ষেত্র ১: ভিত্তি মান** | **১০** |
| **জনঅংশগ্রহণ** | **১০** |
| মান ১: অংশগ্রহণ | ১০ |
| মান ২: সম্পদসমূহ | ১৪ |
| **সমন্বয়** | **১৬** |
| মান ১: সমন্বয় | ১৬ |
| **বিশ্লেষণ** | **১৯** |
| মান ১: নিরূপণ | ১৯ |
| মান ২: সাড়াদান কৌশল | ২১ |
| মান ৩: পরীবিক্ষণ | ২৪ |
| মান ৪: মূল্যায়ন | ২৬ |
| **ক্ষেত্র ২: অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ** | **২৯** |
| মান ১: সমান অভিগম্যতা | ২৯ |
| মান ২: সুরক্ষা ও কল্যাণ থাকা | ৩২ |
| মান ৩: সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ | ৩৪ |
| **ক্ষেত্র ৩: শিখন ও শেখানো** | **৩৭** |
| মান ১: পাঠক্রম | ৩৭ |
| মান ২: প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহযোগিতা | ৪০ |
| মান ৩: পাঠদান ও শিখন প্রক্রিয়া | ৪২ |
| মান ৪: শিখন ফল যাচাই | ৪৩ |
| **ক্ষেত্র ৪: শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীবৃন্দ** | **৪৫** |
| মান ১: নিয়োগ ও নির্বাচন | ৪৫ |
| মান ২: কাজের শর্তাবলি | ৪৭ |
| মান ৩: সহায়তা ও তত্ত্বাবধান | ৪৮ |
| **ক্ষেত্র ৫: শিক্ষানীতি** | **৫০** |
| মান ১: আইন ও নীতি প্রণয়ন | ৫০ |
| মান ২: পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন | ৫২ |
| **শব্দ-সংকেত** | **৫৪** |

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নথিটি একটি পরামর্শ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণিত হয়েছে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ এতে অনেক সময় ও শ্রম দিয়েছেন। INEE minimum standards-কে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে দেশীয়করণে নিম্নে বর্ণিত সরকারি কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যে সময় দিয়েছেন ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন, এজন্য আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি:

ঢাকা, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খুলনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ এবং রংপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ। কক্সবাজারের মহেশখালী, বান্দরবানের জুড়াছড়ি, খুলনার দাকোপ, পটুয়াখালীর গলাচিপা, সাতক্ষীরার শ্যামনগর, সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনার মদন, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি এবং রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ।

নথিটি চূড়ান্তকরণে কারিগরি পরীক্ষণের জন্য আমরা সর্বজনাব রুহী রহমান, যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক ২), শিক্ষা মন্ত্রণালয়; এনামুল কাদের খান, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; হুমায়ুন কবীর, উপ-পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; মো. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; কুরাতুল আয়েন সফদার, ট্রেনিং স্পেশালিস্ট, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট; প্রফেসর ড. মো. আব্দুল মান্নান, সদস্য (কারিকুলাম), ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেকস্টবুক বোর্ড; ড. উত্তম কুমার দাস, কারিকুলাম স্পেশালিস্ট, ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেকস্টবুক বোর্ড; মো. ইসা ফারাজী, উপ-পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-এর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

নথিটি প্রস্তুতকরণের পুরো প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন: মো. এনামুল হক তাপস, সিনিয়র ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গণসাক্ষরতা অভিযান; মোশাররফ হোসেন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গণসাক্ষরতা অভিযান; মো. নুরুল আলম রাজু, ন্যাশনাল আরবান কো-অর্ডিনেটর, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল; খন্দোকার লুৎফুল খালেদ, ম্যানেজার-এডুকেশন, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ; শাহনাওয়াজ ওয়ারা, ডিআরএম কো-অর্ডিনেটর, প্লান বাংলাদেশ; মাহফুজা রহমান, প্রজেক্ট অফিসার, এডুকেশন, ইউনেস্কো, রেজা মাহমুদ আল হুদা, টিম লিডার, এডুকেশন প্রোগ্রাম, কেয়ার; লরা সুয়েল, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ডিপিকো ৭/দিশারি কনসোর্টিয়াম ম্যানেজার, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ; কেরামত আলী, প্রজেক্ট ম্যানেজার, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ; আজিরি উবোগু, ম্যানেজার, পোর্টফোলিও এন্ড অ্যাওয়ার্ড, ডিএইচআর, পলিসি এন্ড হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএস; রফিকুল ইসলাম সাথি, এডুকেশন অফিসার, বগুড়া জোন অফিস, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, এমডি কাউসার হোসাইন, এডুকেশন অফিসার, বরিশাল জোন অফিস, ইউনিসেফ বাংলাদেশ; মোহাম্মদ বদরুল হাসান, হেড অব জোন অফিস, খুলনা ডিভিশন, ইউনিসেফ খুলনা অফিস; লাইলা ফারহানা আপনান বানু, এডুকেশন অফিসার, চট্টগ্রাম জোন অফিস, ইউনিসেফ বাংলাদেশ; দেবাশীষ রঞ্জন সাহা,

এডুকেশন অফিসার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ; সাব্বির আহমেদ, ময়মনসিংহ, ইউনিসেফ ময়মনসিংহ জোন অফিস, ইউনিসেফ বাংলাদেশ। আমরা তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমরা আরো কৃতজ্ঞ গণসাক্ষরতা অভিযান এবং অন্যান্য এনজিওদের প্রতি–যাঁরা স্থানীয় পর্যায়ের পরামর্শ-সভাসমূহ আয়োজন ও সঞ্চালনা করতে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। পরামর্শ-সভাসমূহ আয়োজন ও সঞ্চালনায় সহযোগিতা করার জন্য পার্টিসিপেটরি অ্যাডভান্স সোশাল সার্ভিসেস (PASS), রংপুর; স্পীড ট্রাস্ট, পটুয়াখালী; রূপান্তর, খুলনা; উত্তরণ, সাতক্ষীরা; মুক্তি, কক্সবাজার; গ্রিন হিল, রাঙ্গামাটি; ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্স (IDEA), সুনামগঞ্জ; সোশিও-ইকনমিক অ্যান্ড রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (SERAA), নেত্রকোনা; মানবমুক্তি সংস্থা (MMS), সিরাজগঞ্জ; এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (DAM)-এর নির্বাহী প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস প্রজেক্ট পরিচালনা করেছেন সেভ দ্য চিলড্রেন-এর কামরান জ্যাকব, সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার, শিক্ষা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস। নথিটির বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে অনুবাদ ও টেকনিক্যাল রিভিউ টিম-এর ফিডব্যাক নথিটিতে অন্তর্ভুক্তির কাজ করেছেন মো. রেজাউল করিম, ফ্রি-ল্যান্স পরামর্শক, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন।

আইএনইই-ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে আরিয়ানা প্যাসিফিকো (আইএনইই) ও য্ভেটোমিরা লাউব (আইএনইই) নথিটির দেশীয়করণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করেছেন। নথিটির চূড়ান্ত সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন জোয়ানা ওয়াটকিনস (আইএনইই) ও আরিয়ানা প্যাসিফিকো (আইএনইই)।

# ভূমিকা

## শিক্ষা ক্ষেত্রে আইএনইই নূন্যতম মান

ইন্টার-এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি (আইএনইই) জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে। এটিই দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার-পর্বে একমাত্র বৈশ্বিক মান নির্দেশনা, যা জরুরি পরিস্থিতিতেও শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যূনতম মান ও শিক্ষায় অবাধ অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। আইএনইই ন্যূনতম মান-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারের মান উন্নয়ন।
- নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষায় বয়স, জেন্ডার ও সক্ষমতা-নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি।
- যথাযথ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় দায়বদ্ধতা ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।

৫২টি দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পেশাজীবী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদসহ ৫২০০ ব্যক্তির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আইএনইই 'ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুক'টি ২০০৪ সালে প্রস্তুত করে। ২০১০ সালে হ্যান্ডবুকটি হালনাগাদ করা হয়। শহর-গ্রাম যে কোনো জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও হঠাৎ উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতিতে হ্যান্ডবুকে প্রদত্ত 'মান' সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে যেন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, এটিকে সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অত্যন্ত বিপদাপন্ন এক দেশ। ১৯৮০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত এদেশে ২৩৪টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে ক্রমবর্ধমানভাবে ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় যখন উত্তর দিকে অগ্রসর হয়, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফানেলাকৃতির 'নদী ও সাগর মোহনা' যেন তার মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে–এর ফলে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বহু ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশেই বেশি আঘাত হানে। গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা বিধৌত অববাহিকার উজানে এবং দেশের অভ্যন্তরে মৌসুমি বায়ুবাহিত বৃষ্টিপাত বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম বন্যাপ্রবণ দেশে পরিণত করেছে। নদীভাঙন বাংলাদেশের নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ–যার দরুন প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতার প্রেক্ষিতেও বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

ধারণা করা হচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে এসব প্রাকৃতিক আপদসৃষ্ট দুর্যোগের পৌনঃপুনিকতা, মাত্রা ও প্রভাব ভবিষ্যতে ক্রমেই বাড়তে থাকবে এবং তার বাস্তব প্রতিফলন এখনই দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে এসব দুর্যোগের প্রভাব অত্যন্ত নেতিবাচক। পৌনঃপুনিক, প্রলম্বিত ও তীব্রমাত্রার দুর্যোগের কারণে বিদ্যালয়সমূহে মূল্যবান 'পাঠদান সময়' নষ্ট হয়। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন প্রায়শই হয়ে পড়ে নিম্নমুখী, এবং ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়। EiE কনসর্টিয়াম' ও 'সেভ দ্য চিল্ড্রেন' পরিচালিত এক গবেষণায় জানা যায় যে, বাংলাদেশের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৮৪ শতাংশ বিদ্যালয় অন্যান্য এলাকার চেয়ে অধিক-সংখ্যক দিন বন্ধ থাকে, যা গড়ে টানা ২৬ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। দুর্যোগের কারণে ঐ সকল বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হারও ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিদ্যালয়ে একটানা দীর্ঘদিন শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকার কারণে বিশেষত গণিত ও ইংরেজিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা হ্রাস পায় (আলম কে. ২০১০)

দুর্যোগের কারণে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেরও মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একই গবেষণায় দেখা যায় যে, দুর্যোগজনিত কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়কবলিত এলাকায় ৭০ শতাংশ বিদ্যালয় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে দুর্যোগের পরেও উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে বিলম্ব হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম চালু হলেও ঐসব বিদ্যালয়ভবন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ফলে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও আসবাবত্রের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সীমিত সম্পদের কারণে দেশে দুর্যোগোত্তর পুনর্গঠন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষে বছরের পর বছর পর্যাপ্ত তহবিল যোগান দেয়াও বড় এক চ্যালেঞ্জ।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। দেশের জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং গ্রামাঞ্চলেই দুর্যোগের প্রভাব বেশি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা কম। ফলে দুর্যোগ-প্রস্তুতি ও দুর্যোগে সাড়াদানের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত বিপদাপন্ন এলাকাসমূহে দুর্যোগের পরে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জনগণকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়। কারণ সম্পদের স্বল্পতা বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও উপকরণের মারাত্মক ক্ষতিজনিত প্রভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে ২০১০ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ৯১.৫ শতাংশ মোট ভর্তি হার (ইউনেস্কো ২০১০) বৈশ্বিক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা।

## জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মানের দেশীয়করণ

যেহেতু প্রতিটি দেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, সুতরাং আইএনইই-র ন্যূনতম মানসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দেশীয়করণ করা উচিত।

এ প্রেক্ষাপটেই 'জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান' শীর্ষক নথিটি সেভ দ্য চিলড্রেন ও ইউনিসেফ-এর নেতৃত্বে আইএনইই ও বাংলাদেশে এডুকেশন ক্লাস্টার-এর সদস্যবৃন্দের

সহযোগিতায় দেশীয়করণ প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সুশীল সমাজসহ সকল শিক্ষা সহযোগীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশীয়করণ প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়েছে।

এই নথিটি জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৪০টি পরামর্শ কর্মশালার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে একটি কারিগরি পর্যালোচনা দল (এমওই, ডিডিএম, ডিপিই, ডিএসএইচই, নায়েম, এনসিটিবি) 'মানসমূহ' পর্যালোচনা করেছে। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই নথিটি দাখিল করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা এডুকেশন লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপের সদস্যদেরকে মতামত প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। দেশীয়করণ প্রক্রিয়ায় যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এই নথির 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষার জন্য আইএনইই ন্যূনতম মানের দেশীয়করণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটটি দেখার অনুরোধ রইলো:
http://www.ineesite.org/minimum-standards/contextualization

## কীভাবে এই নথিটি পড়তে হবে

এই নথিটি আইএনইই কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মানের পাঁচটি ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মানসমূহের ওপরে ভিত্তি করে বিন্যস্ত হয়েছে (পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানচিত্র দেখুন)। আইএনইই ন্যূনতম মান-এর মূল ভাষা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং এরপরে বৈশ্বিক মানসমূহ কীভাবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা যায়–সে-সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে।

যাঁরা আইএনইই'র মূল নথি ও প্রকৃত মানসমূহ সম্পর্কে অধিকতর জানতে আগ্রহী তাঁদেরকে আইএনইই ন্যূনতম মানসমূহ ২০১০- ইংরেজি সংস্করণ দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

উল্লেখ করা প্রয়োজন–এই নথিটি জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার কোনো সার্বিক ম্যানুয়াল নয়। বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মান ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান বজায় রাখার একটি নির্দেশনা।'জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা' সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট সার্বিক তথ্যসমূহ (নিরাপদ বিদ্যালয় নির্মাণ, একীভূত শিক্ষা ইত্যাদিসহ) পেতে আইএনএনই'র ওয়েবসাইট দেখুন: www.ineesite.org

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেশীয়করণের উদ্দেশ্যে এই ম্যানুয়ালটি নির্দিষ্ট সময়ান্তর পর্যালোচনা করা হবে ও তা আরো পরিমার্জিত করা হবে। নথির মান উন্নয়নের জন্য যে কোনো মন্তব্য ও সুপারিশ নিম্নোক্ত ই-মেইলে প্রেরণ করা যাবে: minimumstandards@ineesite.org

## এ সম্পর্কিত অধিকতর তথ্যের জন্য

বৈশ্বিক মানসমূহের অতিরিক্ত তথ্য ও উপকরণের জন্য দেখুন: www.ineesite.org/Toolkit

যোগাযোগ করুন: www.ineesite.org/join

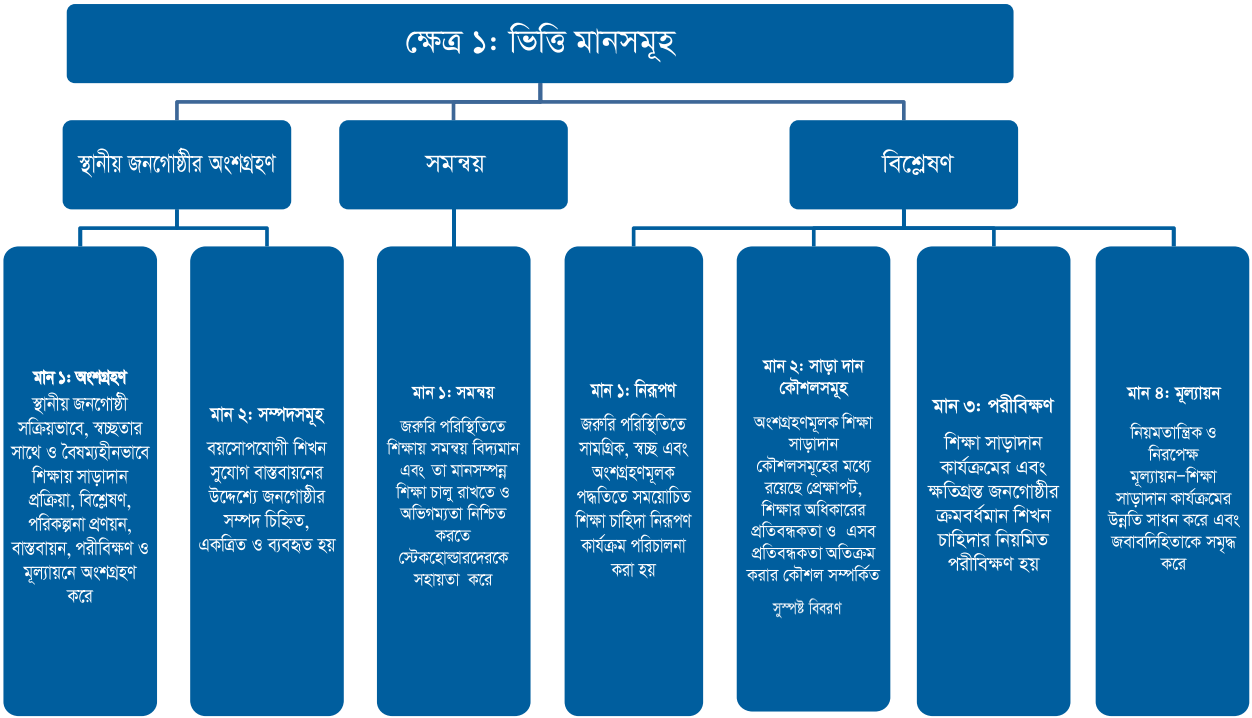
ক্ষেত্র ১: ভিত্তি মানসমূহ
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
সমন্বয়
বিশ্লেষণ
মান ১: অংশগ্রহণ
স্থানীয় জনগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে, স্বচ্ছতার সাথে ও বৈষম্যহীনভাবে শিক্ষায় সাড়াদান প্রক্রিয়া, বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে
মান ২: সম্পদসমূহ
বয়সোপযোগী শিখন সুযোগ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীর সম্পদ চিহ্নিত, একত্রিত ও ব্যবহৃত হয়
মান ১: সমন্বয়
জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষায় সমন্বয় বিদ্যমান এবং তা মানসম্পন্ন শিক্ষা চালু রাখতে ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে স্টেকহোল্ডারদেরকে সহায়তা করে
মান ১: নিরূপণ
জরুরি পরিস্থিতিতে সামগ্রিক, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সময়োচিত শিক্ষা চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়
মান ২: সাড়া দান কৌশলসমূহ
অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা সাড়াদান কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপট, শিক্ষার অধিকারের প্রতিবন্ধকতা ও এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার কৌশল সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিবরণ
মান ৩: পরীবিক্ষণ
শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান শিখন চাহিদার নিয়মিত পরীবিক্ষণ হয়
মান ৪: মূল্যায়ন
নিয়মতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন–শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের উন্নতি সাধন করে এবং জবাবদিহিতাকে সমৃদ্ধ করে

# ক্ষেত্র ১:
# ভিত্তি মানসমূহ

## স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

### মান ১: অংশগ্রহণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে, স্বচ্ছতার সাথে ও বৈষম্যহীনভাবে শিক্ষায় সাড়াদান প্রক্রিয়া, বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে।

### স্থানীয় জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে যাঁরা বিবেচিত হন, তাঁরা হচ্ছেন:

শিক্ষক
পিতা-মাতা ও অভিভাবক
শিশু, কিশোর ও যুবক
মাদ্রাসা ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি
অভিভাবক ও শিক্ষক সমিতি
শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ
শিক্ষানুরাগী
স্থানীয় জন-প্রতিনিধি
ধর্মীয় নেতা
স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
এনজিও
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
অভ্যন্তরীণ অভিবাসী (আইডিপি)
প্রতিবন্ধী

আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত জনগোষ্ঠী
সকল ধরনের আর্থ-সামাজিক দল/জনগোষ্ঠী
সর্বাধিক আক্রান্ত জনগোষ্ঠী
স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক (সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবক, নগর স্বেচ্ছাসেবক)
স্থানীয় প্রশাসন
পেশাজীবী দল
স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন
স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

## বৈষম্যহীন সক্রিয় ও স্বচ্ছ অংশগ্রহণ

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে 'প্রতিনিধি দল' গঠন করবে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যথেষ্ট পরিমাণে অংশগ্রহণ করছে কি-না–তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই দলটি নিয়মিতভাবে পরামর্শ প্রদান করবে।

ওপরে উল্লিখিত সকল দল বয়স, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, ধর্ম, নাগরিকত্ব, ভাষা বা প্রতিবন্ধিতার অবস্থা নির্বিশেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হবে।

## নিরূপণ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ

জরুরি পরিস্থিতির তীব্রতা নিরূপণ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সকল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশেষত যৌথ চাহিদা নিরূপণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে খাতভিত্তিক চাহিদা নিরূপণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। (যৌথ চাহিদা নিরূপণ ও দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য দেখুন বিশ্লেষণ মান ১: নিরূপণ)

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম ও কার্যকর সাড়াদান কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবে। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপরেল্লিখিত 'প্রতিনিধি দল' বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করবে।

## কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করে তাদের ধারণা, দক্ষতা ও সক্ষমতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণে প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ থাকবে। এছাড়া 'জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ', 'নগর ঝুঁকি নিরূপণ' ও 'বিদ্যালয়ের ঝুঁকি নিরূপণ'-এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত 'ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা'ও স্থানীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। (দেখুন: পাঠদান ও শিখন মান ১: পাঠ্যক্রম)

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'বিদ্যালয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা'য় (SLIP) প্রাক-দুর্যোগ ও দুর্যোগ-পরবর্তী প্রশমন (Mitigation) কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

**দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস**

যেভাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজ-নিজ এলাকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণসহ সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেভাবেই উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণসহ সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্কুল কর্তৃপক্ষ, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস 'স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা'য় বিদ্যালয়ের ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যাডভোকেসি করবে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন' ও 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান' অনুসরণ করবে। এক্ষেত্রে প্রতিনিধি দলের পরামর্শ নিতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচি শিক্ষার্থীকে দুর্যোগে টিকে থাকার উপায় সংক্রান্ত বার্তা দেবে। এসব বার্তায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন'-এর সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত মানসম্পন্ন বার্তাসমূহ ব্যবহার করা। স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বার্তাসমূহ উন্নয়নে প্রতিনিধি দল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে, যা উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

## বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্দেশিকায় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে) এডুকেশন ক্লাস্টারের স্থানীয় সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। মনো-সামাজিক কার্যক্রমও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ এবং মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হবে।

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা অব্যাহত রাখার সময় কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্তির জন্য এডুকেশন ক্লাস্টার অ্যাডভোকেসি করবে।

স্থানীয় পর্যায়ে এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থা (জরুরি পরিস্থিতিতে জনগণের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত বার্তাসহ) তথ্য সংগ্রহ, নথিকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে তা অনুশীলন ও বার্তাসমূহকে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করবে। জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সচেতনতা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগে টিকে থাকার কৌশলকেও উপরোল্লিখিত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (দেখুন বিশ্লেষণ মান ৩ ও ৪)

বিদ্যালয় ভবনকে যখন আশ্রয় কেন্দ্র বা ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে, তখন বিদ্যালয়ের সকল উপকরণ ও আসবাবপত্র যেন নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রতিনিধি দলের সহায়তায় তা নিশ্চিত করবে। এছাড়া আশ্রয় কেন্দ্র বা ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবার পর বিদ্যালয় ভবনসমূহ পুনরায় যখন পরিপূর্ণ বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হবে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করবে। (দেখুন: অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ মান ৩: সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ)

## মান ২: সম্পদসমূহ

বয়সোপযোগী শিখন সুযোগ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীর সম্পদ চিহ্নিত, একত্রিত ও ব্যবহৃত হয়।

### জনগোষ্ঠীর সম্পদসমূহ

বাংলাদেশে জনগোষ্ঠীর সম্পদ বলতে যা বোঝায় তা নিম্নরূপ:

**মানবসম্পদ**

- স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা, পরামর্শক, চিকিৎসক, প্যারামেডিক ও ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, আনসার ও গ্রাম পুলিশ ও মনো-সামাজিক পরিচর্যাকারী (সাব-অ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার)
- জরুরি পরিস্থিতিতে মনো-সামাজিক সহায়তার জন্য এবং শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রশাসন কর্মীবৃন্দের অভাব পূরণে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে।
- জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ক চিন্তা, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সম্পদ হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রশাসন কর্মীদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশলও সম্পদের আওতায় বিবেচনা করতে হবে। (দেখুন: স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ মান ১: অংশগ্রহণ) কাজে লাগানো যেতে পারে।

**বস্তুগত সম্পদ**

- অস্থায়ী শিখন স্থানের (Temporary Learning Space - TLS) জন্য বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ, যেমন–উপজেলা প্রশাসন অফিস এলাকা, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ক্লাবসমূহ, মসজিদ, মন্দির, ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলাকার এনজিও বা নিরাপদ ভবনসমূহ জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। নিরাপদ ভবনের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে 'কম্যুনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট'-এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- টিএলএস (TLS) প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়সমূহ পুনর্গঠন বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃনির্মাণের জন্য স্বল্প মূল্যের স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণ, যেমন–কাঠ, বাঁশ, খড়, নৌকা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

**আর্থিক সম্পদ**

- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম সচল করা ও তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে অতিরিক্ত তহবিল প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উৎস থেকে বর্ধিত আর্থিক চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা তহবিল, এনজিও

তহবিল, কর্পোরেট সেক্টরের অনুদান, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবীদের অনুদান এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন 'রিস্ক রিডাকশন অ্যাকশন প্লান'ও বর্ধিত আর্থিক চাহিদা পূরণের উৎস হতে পারে।

## জনগোষ্ঠীর সম্পদ সমাবেশ

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দলের সহায়তায় চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত ও সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হবে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দলের সাথে বিস্তারিত পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোন ধরনের সম্পদ সমাবেশ করা হবে এবং কীভাবে তা আলোচনায় আসবে? স্থানীয় সম্পদ সমাবেশ করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পদ সমাবেশের সময় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, খাদ্য বিতরণ, স্বাস্থ্য সুবিধা ও কাজের বিনিময়ে অর্থ কর্মসূচিসহ অন্যান্য চলমান সাড়াদান কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রক্ষা করবে।

## শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সম্পদের ব্যবহার

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা শিক্ষা অফিসসমূহ দুর্যোগ-পূর্ব ও দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায়সহ দুর্যোগ সাড়াদানের সকল পর্যায়ে একীভূত শিক্ষার জন্য এডভোকেসি করবে। এর উদ্দেশ্য হবে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্লান ও উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন প্লান-এ অব্যাহত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে বিদ্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি তাঁদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবে। পরিকল্পনাটি সম্ভাব্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয় সম্পদসমূহ চিহ্নিত করবে এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এডুকেশন ক্লাস্টার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্রান্তিকালীন বিদ্যালয়ের (Transitional School) কাঠামোগত নকশা নিম্নলিখিত লিংক-এ পাওয়া যাবে: http://educationclusterbd.org/download/

> ডিপিই ও ইউনিসেফ কর্তৃক দুর্যোগ সহনশীল অস্থায়ী শিখন স্থান ভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য অত্যন্ত উপকারী: http://www.unicef.org/education/files/draft_21_11_11.pdf

## বয়সোপযোগী শিক্ষার বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীর বয়স, সক্ষমতা এবং শিখন প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, শিখন বিষয় ও মনো-সামাজিক উদ্যোগসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহ বিদ্যালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বিবেচনা করে প্রণয়ন করতে হবে; যা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের চাহিদা, সক্ষমতা ও বয়সকেও বিবেচনায় রাখবে। এক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রতিষ্ঠা, মনো-সামাজিক কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ ও শিখন উপকরণসমূহের উন্নয়ন প্রভৃতির ভিন্নতাও অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। তরুণ এবং প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ও ছেলেদের সমস্যা ও চাহিদার ধরন ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। উল্লিখিত সমস্যা ও চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। (দেখুন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা মান ১ ও ৩)

## সমন্বয়

### মান ১: সমন্বয়

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষায় সমন্বয় বিদ্যমান একং তা মানসম্পন্ন শিক্ষা চালু রাখতে ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে স্টেকহোল্ডারদেরকে সহায়তা  করে।

সমন্বয় পদ্ধতি নিম্নলিখিত বিভাগ, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে:

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
- উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
- জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ
- উপজেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটি
- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
- জেলা প্রশাসন
- জেলা পরিষদ
- উপজেলা প্রশাসন
- উপজেলা পরিষদ
- পার্বত্য জেলা পরিষদ
- জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
- জেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটি
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি
- লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর এডুকেশন
- লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর ডিজাস্টার অ্যান্ড ইমারজেন্সি রেসপন্স
- লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্ট
- হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেশন টাস্ক টিম
- রিপ্রেজেন্টেটিভ অব গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন এন্ড নন-গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন

## অব্যাহত মানসম্মত শিক্ষায় সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে স্টেকহোল্ডাররা কাজ করবেন

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, এডুকেশন ক্লাস্টার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচি পরিচালনা করবে।
- সমগ্র দেশেই সরকার কর্তৃক শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচি পরিচালিত হবে। হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেশন টাস্ক টিম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এডুকেশন ক্লাস্টার কর্মরত। এই ক্লাস্টার শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করবে যাতে অন্যান্য মানবিক সহায়তা দানকারীরা শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচিতে সরকারকে সহযোগিতায় প্রদান করতে পারে।
- জেলা ও উপজেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটি স্থানীয় এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাদের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা যাচাই, পরিকল্পনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, সম্পদ সরবরাহ, সক্ষমতা উন্নয়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সমন্বয় করবে।
- সাড়াদান কার্যক্রমে এডুকেশন ক্লাস্টার নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের স্বচ্ছ কৌশল অবলম্বন করবে। সাড়াদান সম্পর্কিত তথ্যসমূহ শিক্ষাখাতের সকল স্টেকহোল্ডার, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটি, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রতিনিধি দল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের সাথে আলোচনা করা হবে।
- লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর এডুকেশন, দাতাগোষ্ঠী এবং সাড়াদান সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাদের অংশগ্রহণে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও এডুকেশন ক্লাস্টার জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে

**অর্থায়নের সমন্বয়**

ঘোষিত জরুরি পরিস্থিতি বা লেভেল-৩ জরুরি পরিস্থিতি-র জন্য এডুকেশন ক্লাস্টার এইচসিটি-টি'র সহায়তায় জাতিসংঘ ফ্ল্যাশ আপিল এবং কনসলিডেটেড আপিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। এইচসিটিটি ও এলসিজি-এডুকেশন মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দাতা সংস্থাসমূহের কাছে স্থানীয় আপিলসমূহ উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষা সাড়াদানের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুদান সংগ্রহ করতে ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাদের উৎসাহিত করতে হবে। সংগৃহীত তহবিল ডিপিই, বিএনএফই, ডিটিই ও ডিএসএইচই'র পরামর্শক্রমে ব্যবহার করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি কৌশল প্রণয়ন করা হবে যার মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি (ওভারল্যাপিং) এড়ানো যাবে এবং জিও-এনজিও সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিত করা যাবে এবং সাড়াদান তহবিল ব্যবহার করা হবে। বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সাড়াদান উদ্যোগের ওপর ভিত্তি করে কে, কোথায়, কখন, কী করছে–তা নির্ধারণে এডুকেশন ক্লাস্টার একটি ৪-ডাব্লিউ ডাটাবেইজ প্রণয়ন করবে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত তহবিল, বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং উপকারভোগীদের তথ্যও এই ডাটাবেইজ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।

সময়োপযোগী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক ও সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলবে।

- দেশে প্রচলিত সকল ধরনের ও সকল পর্যায়ের শিক্ষা (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, উপআনুষ্ঠানিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা) এই সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দল ও এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাদের সহায়তায় স্থানীয় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় করবে। এই সমন্বয়ের উদ্দেশ্য হবে জরুরি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহে কীভাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সহায়তা প্রদান করতে পারে। এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাবৃন্দ মাঠ-পর্যায়ে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কর্মরত অন্যান্য ক্লাস্টার-এর উদ্যোগের (যেমন: পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশুর সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি) সাথে সমন্বয় করবে।

# বিশ্লেষণ

## মান ১: নিরূপণ

জরুরি পরিস্থিতিতে সামগ্রিক, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সময়োচিত শিক্ষা চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

## প্রারম্ভিক শিক্ষা নিরূপণ

- জরুরি পরিস্থিতির প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেশন টাস্ক টিম-এর অধীনে জেএনএ (যৌথ চাহিদা নিরূপণ) পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে দ্রুত শিক্ষা চাহিদা নিরূপণ সম্পাদিত হয়।
- নিরূপণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা, অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদা এবং উপআনুষ্ঠানিক, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরিসহ সকল ধরনের শিক্ষার চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

## নিরূপণ

- চাহিদা নিরূপণের প্রথম পর্বে জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে 'এসওএস' ফর্ম, 'ডি-ফর্ম' ও ডিএমআইসি থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপরে ভিত্তি করে যৌথ চাহিদা নিরূপণের (জেএনএ) প্রতিবেদন প্রস্তুত সম্পন্ন করা হবে। প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগের পরে এরিয়াল ফটোগ্রাফিও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের অংশ হতে পারে।
- যৌথ চাহিদা নিরূপণের দ্বিতীয় পর্বে ইউনিয়ন পরিষদকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ) গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ১৬ দিনের মধ্যে এই নিরূপণের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
- তৃতীয় পর্যায়ের চাহিদা নিরূপণ হবে সেক্টর ভিত্তিক ও বিস্তারিত। এডুকেশন ক্লাস্টার এই পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করবে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে দ্বিতীয় পর্বের যৌথ চাহিদা নিরূপণের জন্য অপেক্ষা না করেই তৃতীয় পর্বের চাহিদা নিরূপণের কাজ শুরু করা হবে।

  যদি যৌথ চাহিদা নিরূপণের সিদ্ধান্ত না হয়, এবং এডুকেশন ক্লাস্টার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে যৌথ চাহিদা নিরূপণের উপকরণ ব্যবহার করে এডুকেশন ক্লাস্টারই নিরূপণ কার্যক্রম শুরু করবে।

**বাংলাদেশে বর্তমান জরুরি নিরূপণ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:**

১) এসওএস ফর্ম ও ডি-ফর্ম (ড্যামেজ ফর্ম) এর মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২) হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেশন টাস্ক টিম JNA (http://www.lcgbangladesh.org/JNA%20materials%20update.php) যা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন সভা থেকে নির্ধারণ হয়।

৩) পর্যায় ৩-এর নিরূপণ কাজে এডুকেশন ক্লাস্টারের পর্যায় ৩- শিক্ষা বিষয়ক চাহিদা নিরূপণ উপকরণ (http://educationclusterbd.org/download/) ব্যবহার করা হয়।

## সার্বিক, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নিরূপণ

- এডুকেশন ক্লাস্টারের কো-লিডবৃন্দ 'যৌথ চাহিদা নিরূপণ (জেএনএ)'-এর মূল দলকে সহযোগিতা দেবে। শিখন বিষয়ক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণেও সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহ ব্যাপ্তি ও সুযোগ-সুবিধা অনুসারে যথাযথভাবে 'যৌথ চাহিদা নিরূপণ'-এ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কি-না–তা নিশ্চিত করার জন্য এর উপকরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কিত পর্যালোচনায় সহায়তা প্রদান করবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য জেএনএ-কে অবহিত করার জন্য এডুকেশন ক্লাস্টার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অভিন্ন উপকরণ (ইউনিফর্ম টুল) ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করবে।
- জেএনএ 'পর্যায় ১' ও 'পর্যায় ২' জরুরি পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক চিত্র প্রদান করবে। 'পর্যায় ৩' নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্থানীয় সক্ষমতা, সম্পদ ও কৌশলসমূহ চিহ্নিত করবে। 'পর্যায় ৩'-এ শিক্ষা পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীসহ প্রতিনিধি দলকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'পর্যায় ৩' নিরূপণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের যথার্থতা স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে

সম্পাদিত হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যথাযথ এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম রয়েছে, যার সাহায্যে বিদ্যালয়সমূহের বেইজ লাইন তথ্য ও প্রাক-দুর্যোগ পরিস্থিতি জানা যেতে পারে।

## মান ২: সাড়াদান কৌশলসমূহ

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা সাড়াদান কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপট, শিক্ষার অধিকারের প্রতিবন্ধকতা ও এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার কৌশল সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিবরণ।

## শিক্ষা সাড়াদান কৌশল

- বাংলাদেশ সরকারের 'সকলের জন্য শিক্ষা' নীতি অনুযায়ী সকল শিশুর বৈষম্যহীনভাবে ও বিনা মূল্যে শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড; উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো; প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন ও প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট; ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেকস্টবুক বোর্ড; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; ও এডুকেশন ক্লাস্টার জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা খাতের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সাড়াদান কৌশল নির্ধারণে অংশগ্রহণ করবে। এবং এটিও নিশ্চিত করবে যে, কৌশলটি জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি ও 'সকলের জন্য শিক্ষা' নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারের মূল লক্ষ্যের সাথে সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবেও কাজ করবে।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিনিধি দলের সাথে, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা দপ্তরে উপজেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটির সাথে জরুরি শিক্ষা কার্যক্রমে যৌথ চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়, তা নিশ্চিত করবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা সাড়াদান কৌশল উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।
- সাড়াদান কৌশল শুধুমাত্র শিক্ষা কার্যক্রম পুনরুদ্ধার কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং শিক্ষা ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সচেতনতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়সমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

## শিক্ষায় অধিকারের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে শিক্ষায় সর্বজনীন অধিকারের পথে যে সকল বাধা পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নরূপ:

- বিদ্যালয়সমূহ দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
- বিদ্যালয়সমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নাই
- বিদ্যালয়ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র থেকে স্থানচ্যুত মানুষেরা চলে যাওয়ার পরে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দ থাকে না
- অব্যাহত শিক্ষার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আপদকালীন তহবিল ব্যবহার করার বিধান নাই

- সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়া খুবই ধীর
- দুর্যোগ আক্রান্ত পরিবারসমূহের শিশুরা উপার্জনমুখী পেশায় জড়িত হয়ে পড়ে
- শিক্ষায় ক্ষতি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কাছে প্রকৃত ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হয় না, যে কারণে জনগোষ্ঠী ও দুর্যোগ সাড়াদানকারীদের কাছে এটি প্রায়শই অগ্রাধিকারযুক্ত কার্যক্রম বলে বিবেচিত হয় না
- দেশের প্রচলিত প্রশিক্ষণ কারিকুলামের আওতায় শিক্ষকদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তা 'জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা' কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যথেষ্ট না
- মেয়েশিশুরা বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে নিরাপদ না
- ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি  সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) সুবিধাদিহীনতা বিদ্যালয়ে মেয়েশিশুদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা
- খুব ছোট শিশুদের পাচার, পানিতে ডুবে মৃত্যু ও সাপের কামড়ের ঝুঁকি রয়েছে
- শিখন কেন্দ্রের নিরাপত্তা সীমিত
- যাতায়াত/চলাচল ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না
- দুর্যোগ আক্রান্ত অনেক পরিবার স্থানচ্যুত হয় এবং তারা যেখানে যায় অনেক সময়ই সেখানে কাছাকাছি কোনো বিদ্যালয় বা শিখন কেন্দ্র থাকে না।
- পদ্ধতিগত পরীবিক্ষণ যৌথ চাহিদা নিরূপণের উপাত্ত 'সবার জন্য শিক্ষা'র পথে বাধাসমূহ ও বিদ্যমান সাড়াদান কৌশলের কার্যকারিতা চিহ্নিত করবে এবং সাড়াদান কৌশল হালনাগাদকরণে অবদান রাখবে।

## প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রমের কৌশল

- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা অব্যাহত রাখার প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের 'আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নীতি' যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ১. আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী সকল আশ্রয়কেন্দ্র এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন স্বাভাবিক সময়ে সেগুলো বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ২. জরুরি পরিস্থিতিতে আশ্রয়কেন্দ্রের একটি অংশ অস্থায়ী বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশ নিবেন, যেন তাঁরা স্কুলে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে আপদকালীন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের নিয়মাবলি মেনে চলতে পরামর্শ ও নির্দেশনা দিতে পারেন।
- শিক্ষা সাড়াদান কৌশল ও জরুরি পরিকল্পনায় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের বিধান থাকবে, যেন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের পরে তারা সেটাকে বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে পারে।

- শিখন স্থান শিক্ষার্থী, শিক্ষক (পুরুষ ও মহিলা), শিশু এবং প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং মেয়েদের জন্য যেন নিরাপদ ও সহজগম্য কি-না–তা নিশ্চিত করতে হবে। অস্থায়ী শিখনকেন্দ্রে ওয়াশ (WASH) সুবিধার প্রতি বিশেষ মনযোগ দেয়া হবে।
- টিফিন অথবা দুপুরের খাবার জরুরি শিক্ষা কর্মসূচির অংশ হওয়া উচিত।
- নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রতিনিধি দল এবং উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কর্মসূচি প্রণয়নের সময় সেগুলোকে বিবেচনা করতে হবে।
- শিক্ষক ও মনো-সামাজিক কর্মীর ঘাটতি পূরণে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি উপজেলা শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়োগ দান করবে। সকল শিক্ষক ও মনো-সামাজিক স্বেচ্ছাসেবীকে উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। শিক্ষকদের যাতায়াত, তাদের মনো-সামাজিক সেবা এবং ইন্টার-সেক্টোরাল সমন্বয় বিবেচনায় নিতে হবে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার বাড়িতে যাবেন এবং তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদেরকে অস্থায়ী শিখন কেন্দ্রে পাঠান, সে ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।
- স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের নিয়োগ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধি দল ও উপজেলা শিক্ষা অফিসকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা ক্লাস্টার সহযোগী, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী ও উপাত্ত সংগ্রাহকদের (ডাটা কালেক্টর) সক্ষমতা তৈরি করা হবে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় ও উপজেলা শিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তা নির্বাচন করবে।

## মান ৩: পরীবিক্ষণ

শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান শিখন চাহিদার নিয়মিত পরীবিক্ষণ হয়।

- শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের নিয়মিত পরীবিক্ষণের লক্ষ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিস কার্যকর পরীবিক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুত করবে, যা জরুরি সাড়াদান কর্মসূচির শুরু থেকেই চালু করা হবে এবং পুনরুদ্ধার পর্যায়েও তা সক্রিয় থাকবে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সকল কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত পরীবিক্ষণ পদ্ধতি সকল ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।
- উপআনুষ্ঠানিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃকপরীবিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এডুকেশন ক্লাস্টার-এর স্থানীয় সহযোগীবৃন্দ পরীবিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে। এই পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি
- শিক্ষকবৃন্দ
- শিক্ষার্থীবৃন্দ
- প্রতিনিধি দল (বিপদাপন্ন দলসহ)
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- পরীবিক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দকে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরীবিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।
- জেলা শিক্ষা অফিস জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরীবিক্ষণ করার কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসকে তত্ত্বাবধান করবে, প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।
- এডুকেশন ক্লাস্টার স্থানীয় পর্যায়ে সম্পাদিত পরীবিক্ষণ প্রতিবেদনে প্রাপ্ত উপাত্তের ওপরে ভিত্তি করে জাতীয় পর্যায়ে পরীবিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও শিক্ষা ক্লাস্টার জাতীয় পর্যায়ে পরীবিক্ষণ কার্যক্রম নিশ্চিত করবে। জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত পরীবিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত লোকাল কনসালটেটিভ ফর এডুকেশন, লোকাল কনসালটেটিভ ফর ডিজাস্টার এন্ড ইমার্জেন্সি রেসপনস, লোকাল কনসালটেটিভ ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্ট এবং হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেশন টাস্ক টিম-এর সাথে আলোচনা করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

**পরীবিক্ষণ প্রক্রিয়া যেসব বিষয়াদির ওপরে আলোকপাত করবে তা নিম্নরূপঃ**

- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও ঝরে পড়া
- শিক্ষকদের উপস্থিতি
- মনো-সামাজিক পরিচর্যা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা
- বিপদাপন্ন শিশুদের (তরুণ শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, সংখ্যালঘু শিশু, চর, হাওর ও পাহাড়ি এলাকার শিশু, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত শিশু, মেয়ে শিশু) প্রয়োজনীয় চাহিদার প্রশমন
- শিশুর সুরক্ষা
- নারী ও পুরুষ শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা
- জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন শিক্ষাসহ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও জনগোষ্ঠীর ওপরে নেতিবাচক প্রভাব

**পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় নিম্নল্লিখিত বিপদাপন্ন মানুষকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবেঃ**

- প্রতিবন্ধী মানুষ
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু
- অভ্যন্তরীণ অভিবাসী এবং বিচ্ছিন্ন চর, উপকূলীয় দ্বীপ অথবা সহজে পৌঁছানো যায় না এমন এলাকার মানুষ।

## মান ৪: মূল্যায়ন

নিয়মতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের উন্নতি সাধন করে এবং জবাবদিহিতাকে সমৃদ্ধ করে।

পদ্ধতিগত মূল্যায়ন

জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা সাড়াদান কৌশলের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও ফলাফলের আলোকে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচির নিয়মিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সকল ধরনের শিক্ষাকে (প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচিত হবে:

- শিক্ষা বিষয়ক চাহিদা যাচাই
- সাড়াদান কৌশল প্রস্তুত
- তহবিল সংগ্রহ
- শিক্ষক নিয়োগ
- স্বেচ্ছাসেবী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন কর্মকর্তা
- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- সক্ষমতা উন্নয়ন
- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মানের প্রতি দায়বদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতি
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিতি
- শিক্ষার্থী ঝরে পড়া
- সাড়াদানের কার্যকারিতা

### নিরপেক্ষ মূল্যায়ন

এডুকেশন ক্লাস্টার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহযোগিতায় সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা উদ্যোগসমূহ মূল্যায়নের জন্য এক্সটারনাল মূল্যায়নকারী নিয়োগ করবে। একীভূত (ইনক্লুসিভ) ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরেই অংশগ্রহণ করবে।

### মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যেভাবে শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের মানোন্নয়ন করে

অনুশীলন, সুপরিচর্যা ও কেস স্টাডিসমূহ প্রণয়ন ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ সাড়াদান প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। এডুকেশন ক্লাস্টার সহযোগী সংস্থাবৃন্দ, হিউম্যানিটারিয়ান টাস্ক টিমের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা ও দুর্যোগ বিষয়ক লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো-কে কেস স্টাডি ও প্রতিবেদনসমূহ প্রদান করবে।

## মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যেভাবে দায়বদ্ধতাকে সমৃদ্ধ করে

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ সকল স্টেকহোল্ডার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। স্থানীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত স্টেহোল্ডারসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবেন:

- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
- জেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটি
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
- উপজেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটি
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী
- প্রতিনিধি দল
- অভিভাবক সমিতি
- পিটিএ

মূল্যায়ন প্রতিবেদনে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কোনো স্টেকহোল্ডারের প্রতি আক্রমণাত্মক ভাষা যেন ব্যবহার করা না হয়, সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। প্রতিবেদনের তথ্য ও উপাত্ত যেন বস্তুনিষ্ঠ ও প্রমাণসাপেক্ষ হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের পূর্বে তা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারিসহ উপজেলা ও জেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটি, এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও এডুকেশন ক্লাস্টার কর্তৃক সত্যায়িত (ভ্যালিডেটেড) হতে হবে। প্রতিবেদনে যদি সংবেদনশীল কোনো তথ্য থাকে তাহলে তথ্য প্রদানকারীর নাম উল্লেখ করা উচিৎ হবে না।

**মৌলিক মানসমূহ:**
**জনগোষ্ঠীভিত্তিক অংশগ্রহণ, সমন্বয়, বিশ্লেষণ**

## ক্ষেত্র ২: অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ

### মান ১: সমান অভিগম্যতা

সকল শিশুর গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষায় অভিগম্যতা রয়েছে

### মান ২: নিরাপত্তা ও কল্যাণ

শিখন পরিবেশসমূহ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্টদের জন্য নিরাপত্তা ও মনো-সামাজিক সমৃদ্ধি বিধান করে।

### মান ৩: সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের নিরাপত্তা বিধান করে এবং তা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনো-সামাজিক ও সুরক্ষা সেবাসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

# ক্ষেত্র ২: অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ

## মান ১: সমান অভিগম্যতা

সকল শিশুর গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষায় অভিগম্যতা রয়েছে।

প্রত্যেকেরই শিক্ষায় অভিগম্যতা রয়েছে

- বাংলাদেশে জাতি, ধর্ম, নৃগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল শিশুরই মানসম্মত শিক্ষা পাবার অধিকার রয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু, প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাসমূহে বসবাসকারী শিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, মেয়ে, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র শিশু ও পেশাজীবী শিশু–সকলেরই মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিগম্যতা থাকতে হবে।
- শিক্ষায় অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ধর্মীয়, কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষা।
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী শিখন কেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের পথে সব ধরনের হুমকি চিহ্নিত করবে এবং প্রতিনিধি দলের সাথে পরামর্শ করে বিদ্যালয়কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। যদি কোনো খুব ছোট শিশু, বালক, বালিকা, নারী শিক্ষিকা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোনো শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যাতায়াতের পথে হুমকি অনুভব করে অথবা টিজিং-এর শিকার হয়, তাহলে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। একটি পদক্ষেপ হতে পারে শিশুদের দলবদ্ধভাবে শিখন কেন্দ্রে যাতায়াত অথবা শিক্ষক, জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী বা অভিভাবক/পিতা-মাতার সাথে যাতায়াত।
- জরুরি পরিস্থিতিতে নির্মিত অস্থায়ী শিখন স্থান ক্ষতিগ্রস্ত ও উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন যাতে সকল শিশুর অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়। অস্থায়ী শিখন স্থান প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকা থেকে আগত প্রতিবন্ধী শিশু, মেয়ে, কিশোর-কিশোরী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অভিগম্য হতে হবে; দেখুন: (অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ মান ৩: সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ)

## সচেতনতা-সৃষ্টি কার্যক্রম

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা/অভিভাবককে অনুপ্রাণিত করার জন্য–তাদের বাড়ি নিয়মিত পরিদর্শন করবেন (বিশেষত সেই সকল ক্ষেত্রে, যেখানে শিশুরা বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ে যায় না) যেন তাঁরা শিশুদেরকে বিদ্যালয়/অস্থায়ী শিখন স্থানে প্রেরণ করেন।
- চর (দ্বীপভূমি), উপকূলবর্তী বা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত প্রতিবন্ধী শিশু, কিশোর-কিশোরী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিশু, মেয়ে, উদ্বাস্তু (অভ্যন্তরীণ) শিশু এবং শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতাকে অনুপ্রেরণা প্রদান করার জন্য অতিরিক্ত পরিদর্শনের প্রয়োজন হতে পারে।
- বিদ্যালয়/অস্থায়ী শিখন স্থানের পথে যদি কোনো ঝুঁকি থাকে, তাহলে অভিভাবকদের উচিত শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে সঙ্গ দেয়া। সচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারে।
- এডুকেশন ক্লাস্টার-এর স্থানীয় সহযোগী সংস্থাবৃন্দ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীবৃন্দ-এর উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং সমন্বয় করা উচিত যেন শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়কতথ্য প্রচার সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন–উঠান বৈঠক, মায়েদের সভা, কাজের বিনিময়ে অর্থ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি।

## গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা

- শিক্ষার্থীরা জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করছে, তা নিশ্চিত করার জন্য শিখন পরিবেশ হতে হবে আনন্দময় এবং প্রয়োজনীয় পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন কার্যক্রম, মনো-সামাজিক উপকরণসহ বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি, অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি ও বিনোদনমূলক সুবিধাদি থাকতে হবে।

**গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য অর্থ যোগান**

জরুরি পরিস্থিতিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক ও সক্ষম মানব সম্পদের ঘাটতি গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় দ'টি প্রধান বাধা বলে বিবেচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং এডুকেশন ক্লাস্টার আর্থিক, বস্তুগত এবং মানব সম্পদে ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, ইউএন এজেন্সিসমূহ, এনজিও, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণ হতে পারে প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কার্যকর উৎস হতে পারে, যাদের কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা যায়।

- শিশুদের প্রান্তিক যোগ্যতা প্রমাণিত হয় পাবলিক পরীক্ষা ও বার্ষিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনকে সামনে রেখে কী পড়াতে হবে তা নির্ধারণ করবেন। এক্ষেত্রে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের চাহিদাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।
- আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন হয়েছে কি হয় নি তার ওপর নির্ভর করবে প্রদত্ত শিক্ষার মান।

## প্রাসঙ্গিক শিক্ষা

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য (যেমন, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, অবাংলাভাষী, নৃতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জটিল রোগে আক্রান্ত শিশু ইত্যাদি) শিক্ষা অবশ্যই তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও উপযোগী হতে হবে।
- সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক উভয় ধরনের শিক্ষাকেই শিখন স্থানে জায়গা দিতে হবে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নয় যারা তারা উপআনুষ্ঠানিক শিখন স্থান ব্যবহার করবে।
- নিয়মিত শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক শিখন স্থান থাকবে। তবে বিভিন্ন ক্লাসের সময়সূচি (ক্লাস শিডিউল) ও শিখন ঘণ্টা এবং পাঠাদান পদ্ধতি নমনীয় হতে পারে। যেমন– সহ-শিক্ষা, আত্মস্থ করার জন্য অতিরিক্ত সময়, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া মনো-সামাজিক সহায়তার সুযোগও থাকতে হবে। (দেখুন: শিখন শেখানো মান ১: পাঠ্যসূচি)

## মান ২: সুরক্ষা ও কল্যাণ থাকা

শিখন পরিবেশসমূহ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্টদের জন্য নিরাপত্তা ও মনো-সামাজিক সমৃদ্ধি বিধান করে।

### নিরাপদ ও নিশ্চিত শিখন পরিবেশ

- শিখন পরিবেশ হতে হবে আপদমুক্ত যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল বিষয়াদিকে আপদ বলে বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে, দৈহিক ও মনোস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন, সামাজিক হুমকি, প্রতারণা, অবহেলা ও সন্ত্রাস।
- যদি শিখন কেন্দ্র বা বিদ্যালয় ভবন ক্লাস চালিয়ে নেয়ার জন্য নিরাপদ না হয়, তা হলে বিকল্প নিরাপদ স্থান খুঁজে নেয়া যেতে পারে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রতিনিধি দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেন ক্ষতিগ্রস্ত বা উদ্বাস্তু জনগণের কাছাকাছি একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করা যায়। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দলের সহায়তায় অস্থায়ী শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে উক্ত স্থানের মালিক বা স্বত্বাধিকারীকে প্রভাবিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।
- শিখন কেন্দ্রটি অস্থায়ী বা স্থায়ী যা-ই হোক না কেন, তা দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদেরকে শেখাবেন–কীভাবে তারা বিদ্যালয় ও নিজ-নিজ বাড়িতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। শ্রেণিকক্ষভিত্তিক অনুশীলন এবং শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে আগাম সতর্কবার্তা সম্পর্কে তাদেরকে ধারণা দেয়া প্রয়োজন। একই সাথে দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।
- গৃহভিত্তিক বা বাড়িতে লেখাপড়া শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিতে পারে। নিগৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে গৃহে লেখাপড়া শিখনের ব্যাপারটি একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

### শিখন পরিবেশ, যা নিরাপত্তা প্রদান করে

- যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে শিখন কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ, গ্রাম পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবক (সাইক্লোন প্রিপারেডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি), নগর স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা যেতে পারে।
- তরুণ শিক্ষার্থী, মেয়ে, নারী শিক্ষিকা এবং নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখন কেন্দ্রে আসা-যাওয়ার পথে শিক্ষক, জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী, পিতা মাতা/অভিভাবক এবং অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দ নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিবেন।

- জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইউনিয়ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সহায়তায় অস্থায়ী শিখন কেন্দ্রের জন্য একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করবে।
- অস্থায়ী শিখন স্থানে অভিগম্যতার হুমকি নিরূপণে প্রতিনিধি দল স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে সন্ত্রাস দূর করার জন্য সমাধান খুঁজে বের করবে, যেমন–উৎপীড়ন, যৌন নিপীড়ন, দৈহিক নিপীড়ন, প্রতারণা, রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সন্ত্রাসে শিশুদের ব্যবহার ইত্যাদি।

## উপযুক্ত শিখন পরিবেশ, যা মনোসামাজিক কল্যাণকে উদ্বুদ্ধ করে

শ্রেণিকক্ষের আয়োজন, প্রশিক্ষণ ও শিখণ উপকরণ এবং মনোসামাজিক সহায়তা উপকরণ হতে হবে, যেন তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত উপকরণ সহায়তামূলক ও মনোসামাজিক স্বাস্থ্যকর শিখন পরিবেশ তৈরি করবে। উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর মাধ্যমে মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করবে।

এডুকেশন ক্লাস্টার সহযোগীবৃন্দ জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারোপযোগী শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যবৃন্দের জন্য চাহিদা অনুযায়ী মনো-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ও ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন-এর প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচিতে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বিশেষত শিশু সুরক্ষা ও মনো-সামাজিক সহায়তার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যবৃন্দের জন্য রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা যেতে পারে।

মনো-সামাজিকভাবে স্বাস্থ্যকর শিখন পরিবেশ নির্ভর করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত শিখন উপকরণ সরবরাহের ওপর। এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাবৃন্দ জরুরি পরিস্থিতিতে পূর্বনির্ধারিত মানসম্পন্ন (standardized) শিক্ষা উপকরণ চাইতে পারেন এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পর্যায়ে বই মজুত করে রাখতে পারেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও এডুকেশন ক্লাস্টার স্থানীয় পর্যায়ে নিরূপণকৃত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে যৌথ সাড়াদান কৌশল ও পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা, ওয়াশ ও বিনোদনমূলক উপকরণসমূহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

# মান ৩: সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের নিরাপত্তা বিধান করে এবং তা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনোসামাজিক ও সুরক্ষা সেবাসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাবৃন্দ ও উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাসমূহের ব্যবস্থাপনা তদারকি করবে:

- শিক্ষা সুযোগ-সুবিধাসমূহ এমন স্থানে নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ অথবা প্রতিস্থাপন করতে হবে, যা সকলের জন্য সমানাধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। একই সাথে তা শিক্ষার্থীদের বাড়ি বা আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী হবে।
- এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, শিখন স্থান ছোট শিশু, নারী-শিশু ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সহজেই অভিগম্য, যেমন: হুইল চেয়ার, র‍্যাম্প)।

**অস্থায়ী শিক্ষণ পরিবেশের নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান**

শিখন কেন্দ্র প্রতিস্থাপন বা পুনর্নির্মাণ, অস্থায়ী শিখন স্থান প্রতিষ্ঠা, স্থান ব্যবহারের অনুমতির জন্য এর মালিক বা কর্তৃপক্ষকে সম্মত করানো, অস্থায়ী শিখন কেন্দ্র নির্মাণ এবং শিখন স্থানের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদি প্রয়োজন হয়, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের সহায়তা চাইতে পারে।

- বয়স্ক, নারী ও পুরুষ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরাপদ খাবার পানি ও উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাকে এমনভাবে উপযুক্ত করতে হবে, যেন তা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পড়ানো, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালানো ও মনো-সামাজিক সহায়তা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। (দেখুন: অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ মান ২: নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি)

## শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশের নিরাপদ পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা

যদিও বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহ পুনর্গঠন ও সংস্কারে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে–তা সত্ত্বেও জরুরিভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহের ভৌত ক্ষতি নিরূপণ এবং শিক্ষা সুবিধাসমূহ দ্রুত পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সমন্বিত ও পদ্ধতিগত উদ্যোগ প্রচলন করা নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাসমূহ পুনর্ব্যবহারোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত, ছোট মাত্রার এবং স্থানীয় জরুরি অবস্থাকে বিবেচনা করতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নির্মাণের জন্য দায়বদ্ধ এবং তারা তাদের নির্মাণ-কাজে পরিবেশকে বিবেচনায় রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও তাদের নির্মাণ-কাজে বিবেচিত হতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাছে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের ব্যাপারে কয়েকটি নকশা রয়েছে। তারপরও আরো বেশি স্থানীয় পরিস্থিতিভিত্তিক নকশা প্রয়োজন; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, চর এলাকার জন্য স্থানান্তরযোগ্য এমন কাঠামো নির্মাণ–যা নদীভাঙনের প্রেক্ষিতে দ্রুত স্থানান্তর করা যেতে পারে। যা-ই হোক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উপআনুষ্ঠানিক ও কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের জন্য ভৌগোলিক এলাকা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে আরো উপযুক্ত নকশা প্রণয়ন করবে। প্রতিটি নতুন বিদ্যালয়ের নকশা হওয়া প্রয়োজন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিঘাত মোকাবিলায় সক্ষম ও দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত। এটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের নকশায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন:

- স্থানীয় প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ
- বিদ্যালয়ের ওপর পরিবেশের প্রভাব ও পরিবেশের ওপর বিদ্যালয়ের প্রভাব
- বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের বিশেষত্ব বিবেচনা (যেমন–পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, চর, উপকূলীয় দ্বীপ), মাটিতে অতিমাত্রায় লবণাক্ততা এবং পরিবেশ ইত্যাদি)
- আপদ ও দুর্যোগের ধরন
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

## স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনো-সামাজিক এবং নিরাপত্তা সেবাসমূহের সাথে সম্পৃক্ততা

শিখন স্থানসমূহ চলমান জরুরি খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনো-সামাজিক পরিচর্যা ও অন্যান্য সামাজিক সেবাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত। এই সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং হিউম্যানিটারিয়ান কোঅর্ডিনেশন টাস্ক টিম-এর মাধ্যমে এডুকেশন ক্লাস্টার জাতীয় পর্যায়ে এই দায়িত্ব পালন করছে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিস্থিতিতে এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাবৃন্দের সহায়তায় জরুরি খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বিদ্যালয়সমূহের সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করবে, যেন বিদ্যালয়সমূহও উল্লিখিত সেবাসমূহের আওতায় আসে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ এডুকেশন ক্লাস্টারের সহযোগী সংস্থাবৃন্দের এবং উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করবে:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফার্স্ট এইড বক্স-এর সহজপ্রাপ্যতা।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীবিক্ষণ।
- দুপুরের খাবার বা বিকল্প পুষ্টি সরবরাহ, যেমন–এনার্জি বিস্কুট।
- সাংস্কৃতিক সংবেদনশীল, অংশগ্রহণমূলক পাঠদান, শিখন শেখানো এবং মনো-সামাজিক উপকরণসমূহ প্রদান।

## নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসমূহে অর্থায়ন

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিনিধি দল-এর পরামর্শ গ্রহণ করবে। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতেই আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকে। তা সত্ত্বেও উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিস্থিতিতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করার ক্ষেত্রে অর্থায়নের বিষয়টি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখবেন। প্রাথমিক অবস্থায় পরিকল্পনা কমিটি পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের বিষয়টি জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষায় বা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দিয়ে ভাবতে পারেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দলের সহায়তায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে অনুদান চাইতে পারে বা তাদের নিজেদের এলাকা থেকে অনুদান সংগ্রহ করতে পারে। কাজের বিনিময়ে টাকা বা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তহবিলও অস্থায়ী শিখন কেন্দ্রে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিস্থিতিতে এলাকায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের উদ্যোগসমূহের সাথে সমন্বয় রক্ষা করবে। জাতীয় পর্যায়ে এডুকেশন ক্লাস্টার স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করার জন্য ওয়াশ ক্লাস্টার-এর সাথে সমন্বয় রক্ষা করবে।

মৌলিক মানসমূহ:

জনগোষ্ঠীভিত্তিক অংশগ্রহণ, সমন্বয়, বিশ্লেষণ

## ক্ষেত্র ৩: শিখন ও শেখানো

**মান ১: পাঠ্যক্রম**

আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম ব্যবহার করা হয় যা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ

**মান ২: প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহায়তা**

চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন কর্মী নির্দিষ্ট সময়ান্তর, প্রাসঙ্গিক এবং কাঠামোগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন

**মান ৩: নির্দেশনা ও শিখন প্রক্রিয়াসমূহ**

নির্দেশনা ও শিখন প্রক্রিয়াসমূহ শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং একীভূত

**মান ৪: শিখন ফল নিরূপণ**

শিখন ফল মূল্যায়ন ও মূল্যায়নকে বৈধতা দিতে যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়

# ক্ষেত্র ৩:
# শিখন ও শেখানো

## মান ১: পাঠ্যক্রম

আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম ব্যবহার করা হয় যা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ।

### পাঠ্যক্রম

বাংলাদেশে পাঠ্যক্রম প্যাকেজের মধ্যে শিক্ষণ সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ ও শিখন উপকরণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। পাঠ্যক্রম দুটি মূল নীতির ওপরে ভিত্তি করে প্রণীত হওয়া উচিত, মৌলিক কীর্তিসূচক ও প্রান্তিক যোগ্যতা (Key Performance Indicators and Terminal Competencies) এই দুটি স্বীকৃত নীতিই হবে জরুরি পরিস্থিতিতে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও পুনর্বিন্যাসের ভিত্তি। এবং আনুষ্ঠনিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সকল ক্ষেত্রের জন্যই এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। এটি বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম উভয় ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির জন্যও প্রযোজ্য হবে।

উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে শিখন শেখানো উপকরণ ও মনো-সামাজিক উপকরণের পুনর্বিন্যাস ও অনুমোদন করবেন। সংশোধিত শিক্ষা পরিকল্পনা এবং পুনর্বিন্যস্ত পিটিএ-র সাথে আলোচনা করে নিতে হবে, যাতে তারা এ ব্যাপারে অবহিত থাকেন এবং তাদের মতামতও জানাতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ান্তর পরীবিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম সংশোধন করতে হবে, যেন তা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় এবং শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

**অতিরিক্ত নির্দেশনা:**

পাঠ্যক্রম উন্নয়ন বিষয়ক নির্দেশনার জন্য দেখুন: INEE's Guidance Notes on Teaching and Learning at http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1004/Guidance_Notes_on_Teaching_and_Learning_EN.pdf

## সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রম সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (তিন পার্বত্য জেলাসহ সাঁওতাল, গারো, হাজং, ওঁরাও, মনিপুরি ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী–যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে) সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়, গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন আর্থসামাজিক মর্যাদার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে বিবেচনা করে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি উপজেলা শিক্ষা দপ্তরের সম্মতিক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই যোগ্যতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করতে পারেন, যেন তা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও মনো-সামাজিক পরিচর্যার জন্য উপযুক্ত হয়।

## ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম

শিখন শেখানো উপকরণ এবং নির্দেশনাসমূহ এমন ভাষায় হতে হবে, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই বোধগম্য হয়। যদিও বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলা বোঝেন ও বলতে পারেন। বাংলাদেশের শিক্ষা নীতি এমন হওয়া উচিত, যার দরুন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা তাদের মাতৃভাষাতেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে পারে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকেই স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা, যেন তারা শিক্ষক ঘাটতি দূর করতে সক্ষম হয়, একই সাথে যথাযথ ভাষায় পাঠদান করতে পারে ও মনো-সামাজিক সেবা দিতে পারে।

**চ্যালেঞ্জ:** আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষাগতভাবে দেশের বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যথার্থ। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলা ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর ছোট শিশুদের লেখাপড়া তাদের মাতৃভাষায় শুরু করা উচিত এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের বাংলা ভাষা রপ্ত করানো উচিত। পাঠ্য বইয়ে যে সামাজিক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে, তা সব ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক জাতিগত সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

## সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী যথার্থতা

- যেহেতু জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা শিশু ও তরুণদের মনো-সামাজিক ও সুরক্ষা বিষয়ক চাহিদাকে সম্বোধন করবেই, সেহেতু জরুরি পরিস্থিতির সকল স্তরে শিক্ষা পাঠক্রমে ওই সকল বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকতেই হবে। এ লক্ষ্যে মনো-সামাজিক চাহিদা ও সুরক্ষা বিষয়ক হুমকি নিরূপণ করা প্রয়োজন। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দলকে সাথে নিয়ে মনো-সামাজিক চাহিদা ও সুরক্ষা বিষয়ক হুমকি নিরূপণ ও যথার্থ ব্যবস্থা চিহ্নিত করবে।
- বৈরী পরিস্থিতির সাথে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হবে, সুরক্ষা বিষয়ক হুমকিসমূহ কী-কী এবং ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ ধরনের জরুরি পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে–সে-বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।
- পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং শিখন শেখানো উপকরণ এমন হবে, যেন তা হয় জেন্ডার সংবেদশীল, বৈচিত্র্যকে ধারণ করে এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য যথার্থ হয়।

- পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং শিখন শেখানো উপকরণ, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে, নারী ও পুরুষ–উভয়ের ইস্যু ও চাহিদাসমূহকে বিবেচনা করবে এবং সার্বিক বৈচিত্র্যতাকে লক্ষ্য রেখে প্রণীত হবে।
- স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পদ্ধতিতে চাহিদা নিরূপণ করবেন। এছাড়া মনো-সামাজিক সহায়তা বিষয়ক উদ্যোগ নেবার সময়ও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই সকল শিক্ষার্থীর কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

## শিখন শেখানো উপকরণের পর্যাপ্ততা

বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্যোগ-পরবর্তী শিখন শেখানো উপকরণের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই কাজের জন্য সরকারি বরাদ্দ বিলম্বিত হতে পারে এবং এনজিওদের উদ্যোগসমূহ ও জীবন রক্ষাকারী বিষয়ে অধিকতর কেন্দ্রীভূত হতে পারে। প্রয়োজনীয় পাঠদান ও শিখন উপকরণ সরবরাহের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ও স্কুলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক মজুত রাখা যেতে পারে। মাধ্যমিক, উপআনুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি আর্থিক বরাদ্দ ও উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত, যা দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই শিক্ষা পুনরুদ্ধার ও অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে।

## মান ২: প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহায়তা

চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন কর্মী নির্দিষ্ট সময়ান্তর, প্রাসঙ্গিক এবং কাঠামোগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

### প্রাসঙ্গিক এবং কাঠামোগত প্রশিক্ষণ

- উপজেলা শিক্ষা অফিসের এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেন জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ করানো যায়। উপজেলা শিক্ষা অফিস শিক্ষকমন্ডলীর সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে চাকরি-পূর্ব এবং চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ পাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করবে।
- জরুরি পরিস্থিতি এবং চাহিদা অনুযায়ী যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ হতে হবে। প্রেক্ষাপট ও জরুরি পরিস্থিতির ধরনের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ উপকরণ বিন্যস্ত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যেন তা ওই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে উপযোগী হয়।
- উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ও প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকবৃন্দ প্রাথমিক, প্রাক-প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, শিক্ষায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এই প্রশিক্ষণ 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'র আলোকে হওয়া উচিত।
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এ এই প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন।
- প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তাদের প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে পারে: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, শিক্ষায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা এবং মনো-সামাজিক সহায়তা।
- ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ও ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দের জন্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্যাকেজ অনুমোদন করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ প্যাকেজ অনুমোদন করবে। কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

### চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ

আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির অধীন যে সকল নিয়মিত ও স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষক ও সহায়কবৃন্দ (নারী ও পুরুষ) রয়েছেন তাঁদের উচিত 'শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস' ও 'জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত:

- বিদ্যালয়ের ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান পরিকল্পনা
- শিক্ষা ও মনো-সামাজিক নিরূপণসহ জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা
- শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক পরিচর্যা
- অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা
- জরুরি পরিস্থিতিতে শিশুর সুরক্ষা ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা
- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কারিকুলামে একীভূত শিক্ষা

**উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ**

প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং শিক্ষার্থীদেরকে মনো-সামাজিক সহায়তাজনিত জ্ঞান ও দক্ষতা। জরুরি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সব সময় সম্ভব না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগ জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা অব্যাহত রাখার সর্বোত্তম উপায় হতে পারে। সর্বোপরি বাংলাদেশের রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। এ কারণে আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক উভয় ধরনের পাঠ্যক্রমই জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

## মান ৩: পাঠদান ও শিখন প্রক্রিয়া

নির্দেশনা ও শিখন প্রক্রিয়াসমূহ শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং একীভূত।

### শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং একীভূত নির্দেশনা ও শিখন প্রক্রিয়াসমূহ

- শিখন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বয়স, ভাষা, সংস্কৃতি, সক্ষমতা এবং প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত হবে। পদ্ধতিটিকে পারস্পরিকভাবে সক্রিয় (learning interactive) ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্যে দলীয় কাজ, পিয়ার এডুকেশন, গল্প বলা, ঘটনার বর্ণনা, খেলাধুলা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বাংলাদেশ সরকার আনন্দঘন পাঠদান ও অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা জরুরি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অধিকতর উপযুক্ত। এটি করার জন্যে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকমন্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ হতে হবে অধিকতর ভালোবাসাপূর্ণ ও যত্নশীল এবং তাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হতে হবে অধিকতর পারস্পরিকভাবে সক্রিয় (interactive) ও অংশগ্রহণমূলক।
- বাংলাদেশ 'ইউনিভার্সাল' পাঠদান ও শিখন প্রক্রিয়ার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, সকল শিশু'র অবৈতনিক শিক্ষায় অভিগম্যতা রয়েছে এবং পাঠদান পদ্ধতি সকল ক্ষেত্রেই একীভূত (ইনক্লুসিভ)। সাধারণ ও জরুরি উভয় প্রেক্ষাপটেই এটি প্রযোজ্য হবে।

**শিক্ষা ও মনোসামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য**

যেহেতু মনোসামাজিক প্রোগ্রামিং হচ্ছে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু এর জন্য শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড ও মনো-সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। জরুরি পরিস্থিতিতে চাহিদা নিরূপণের ওপরে ভিত্তি করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমনভাবে জরুরি শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা করবেন, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও মনোসামাজিক পরিচর্যা–উভয় ধরনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এজন্যে বিদ্যালয়ের সময়সূচির দিনপ্রতি পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের চেয়ে মনো-সামাজিক কার্যক্রম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দুর্যোগের প্রভাব যতই স্বাভাবিক হয়ে আসবে–শিক্ষার্থীরা ততই বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে ও মনো-সামাজিক সহায়তার চাহিদা কমতে থাকবে। ফলে মনো-সামাজিক সহায়তা কমিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

- বয়স ও সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠদান প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। তবে শিক্ষকমন্ডলী পাঠদান প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুসহ ধীরগামী শিক্ষার্থী (স্লো লারনার) ও প্রতিবন্ধীসহ উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।

## মান ৪: শিখন ফল যাচাই

শিখন ফল মূল্যায়ন ও মূল্যায়নকে বৈধতা দিতে যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

### নিরূপণের যথাযথ পদ্ধতি

- স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ প্রস্তুত করবেন।
- নিরূপণ পদ্ধতি ও উপকরণসমূহ সহজবোধ্য হওয়া উচিত, এটি এমন হওয়া উচিত, যা সময়ক্ষেপণকারী না হয়।
- শিশু ও তরুণদের জন্য শিখন উদ্দেশ্যসমূহ যদি একেবারেই জাতীয়ভাবে নির্ধারণকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়, তাহলে প্রত্যাশিত যোগ্যতার মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে জরুরি পরিস্থিতিতেও নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক টেস্ট ও নিয়মিত পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে; যদি তা সম্ভব হয়।
- মূল্যায়ন পদ্ধতি অবশ্যই একীভূত (ইনক্লুসিভ) হতে হবে এবং প্রতিবন্ধী, জাতিগত সংখ্যালঘু, ধীরগামী শিক্ষার্থী, দুর্যোগে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত শিক্ষার্থী এবং ছোট শিশুদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করবে। মূল্যায়নের ফলাফল পাঠদান পদ্ধতি ও সার্বিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে এমনভাবে অবদান রাখবে, যেন তা শিশুদের শিক্ষা-বিষয়ক পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ করে এবং তাদের জন্য তা অধিকতর উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করে।

### শিখন ফল মূল্যায়ন বৈধকরণ

- নিরূপণ পদ্ধতি প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ চাহিদার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে যা পড়ানো হয়েছে নিরূপণ তালিকায় তা সরাসরিভাবে থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা চাহিদাকে ভিত্তি করেই জরুরি পরিস্থিতিতে কী পড়ানো হবে–তা নির্ধারণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শিক্ষার্থীরা যেন পরবর্তী শ্রেণিতে উঠতে পারে তার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
- যেহেতু শিক্ষার্থীদেরকে বার্ষিক অথবা পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে, সেহেতু নিরূপণ প্রক্রিয়া এমনভাবে করতে হবে, যেন তা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পাস-এ সহায়তা করে এবং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে যেন তাদের মূল্যবান একটি বছর নষ্ট না হয়।

মৌলিক মানসমূহ:

জনগোষ্ঠীভিত্তিক অংশগ্রহণ, সমন্বয়, বিশ্লেষণ

## ক্ষেত্র ৪: শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীবৃন্দ

**মান ১: নিয়োগ ও নির্বাচন**

বৈচিত্র্য ও সমতার ওপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণমূলক স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসন কর্মীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়

**মান ২: কাজের শর্ত**

শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন কর্মীর কাজের শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিদ্যমান

**মান ৩: সহায়তা ও তত্ত্বাবধান**

শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের জন্য সহায়তা ও তত্ত্বাবধান পদ্ধতি কার্যকরভাবে কাজ করছে

# ক্ষেত্র ৪: শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীবৃন্দ

## মান ১: নিয়োগ ও নির্বাচন

বৈচিত্র্য ও সমতার ওপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণমূলক স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসন কর্মীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

**শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত**

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই অনুপাত ১:৩০-এ উন্নীত করার চেষ্টা করছে।

### পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মী নিশ্চিতকরণ

- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, শিখন ব্যবস্থা প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত হতে হবে ১:৪০।
- পর্যাপ্ত-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়োগ জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষকের চাহিদা পূরণের দ্রুত সমাধান হতে পারে।

### অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি

- নিরপেক্ষ নিয়োগ পদ্ধতি থাকতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। পূর্ব-নির্ধারিত কর্ম-বিবরণী (জব ডেসক্রিপশান) অনুসরণ করেই নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া উচিত, যেন তা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।
- কর্ম-বিবরণীতে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক, মনো-সামাজিক পরিচর্যাকারী ও অন্যান্য শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

- প্রতিনিধিত্বমূলক সিলেকশন কমিটি শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মী নিয়োগ করবে। উক্ত কমিটি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি, ওয়ার্ড কমিশনার, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিনিধি ও সম্ভব হলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে অন্তর্ভুক্ত করবে। স্থানীয় ও রাজনৈতিক চাপমুক্ত অবস্থায় স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে – এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সিলেকশন কমিটির।
- নিয়োগ পরীক্ষা-সংক্রান্ত সকল নথিতে, বিশেষত চূড়ান্ত নিয়োগপত্রে উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকা উচিত।
- প্রতিনিধি দল নিশ্চিত করবে যে, নিয়োগকৃত শিক্ষক জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি উপজেলা শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

**শিক্ষক নিয়োগ এমন মানদণ্ডের ওপরে ভিত্তি করে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যেন তা বৈচিত্র্য ও সমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে।**

- নিয়োগ মানদণ্ড হবে বৈষম্যহীন। জেন্ডার, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, প্রতিবন্ধিতা অথবা বৈচিত্র্যের অন্যান্য ক্ষেত্র যেন নিয়োগ মানদণ্ডকে বৈষম্যমূলক না করে তোলে।
- সর্বদাই শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা, সঞ্চালন দক্ষতা ও উপযুক্ত ভাষাগত যোগ্যতার ওপরে ভিত্তি করে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মী নির্বাচন করা হবে।
- স্কুল কম্যুনিটি বা বিদ্যালয় ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যকে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অনুপাত বিবেচনা করা হবে।
- ছোট শিশুদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নারী শিক্ষক ও নারী মনো-সামাজিক সহায়ক নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

## মান ২: কাজের শর্তাবলী

শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন কর্মীর কাজের শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিদ্যমান।

### সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত কাজের শর্তাবলি

শিক্ষকদের বর্তমান কর্ম-বিবরণীতে জরুরি পরিস্থিতি ভিত্তিক কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা উল্লেখ করা নেই। বাংলাদেশ সরকার জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে শিক্ষকদের কর্ম-বিবরণীতে তাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করতে পারেন। শিক্ষক ও স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষকের কাজের চুক্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন:

- জরুরি অবস্থায় নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ
- (প্রযোজ্য হলে) হার্ডশিপ অ্যালাউন্স (নিয়মিত শিক্ষকের ক্ষেত্রে)
- স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের পারিতোষিক/সম্মানী
- উপস্থিতির সময়
- কর্মদিবস ও ঘণ্টা
- চুক্তির সময়সীমা
- আচরণবিধি
- সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান, পরীবিক্ষণ, প্রতিবেদন দাখিল ও বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক ব্যাবস্থা

শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষা প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলেরই জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আচরণ বিধি' মেনে চলা উচিত। নিয়মিত ও স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক উভয়ের কর্মচুক্তিতেই 'আচরণ বিধি'র উল্লেখ থাকতে হবে। আচরণ বিধিতে যা অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন:

- কোনো শারীরিক শাস্তি নয়
- কোনো বৈষম্য নয়
- বিদ্যালয়ের ভেতরে বা বাইরে কোনো রকম জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নয়
- কাউকেই শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানি; প্রতারণা ও উপেক্ষা করা যাবে না।
- বিরোধ বা দ্বন্দ্ব উস্কে দেয়া যাবে না।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীবিক্ষণ করতে হবে।
- নৈতিক আচরণের উচ্চমান বজায় রাখতে হবে।
- সকল শিশুর, বিশেষত নারী শিশু, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, সংখ্যালঘু শিক্ষার্থী ও তরুণ শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

### যথাযথ ক্ষতিপূরণ

- অপব্যবহার, চুরি, দেরিতে বেতন-ভাতা প্রদান, দায়বদ্ধতার অভাব ইত্যাদি রোধকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য কার্যকর ও স্বচ্ছ পদ্ধতি থাকবে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের যথাযথ ভাতা ও হার্ডশিপ অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে এডুকেশন ক্লাস্টার অ্যাডভোকেসি করবে।

## মান ৩: সহায়তা ও তত্ত্বাবধান

শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের জন্য সহায়তা ও তত্ত্বাবধান পদ্ধতি কার্যকরভাবে কাজ করছে।

### শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের জন্য সহায়তা পদ্ধতি

- শিখন শেখানো উপকরণ দুর্যোগের সময় প্রায়শই নষ্ট হয়ে যায়। জরুরি পরিস্থিতিতেও শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিস দ্রুত শিখন শেখানো ও মনো-সামাজিক উপকরণ সরবরাহ করবে।
- শনাক্তকৃত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নিয়মিত ও স্বেচ্ছাসেবী উভয় ধরনের শিক্ষকদেরকেই প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন, যেন তারা জরুরি পরিস্থিতিতেও বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে পারেন। সীমিত সুবিধাদি, পুনর্বিন্যস্ত পাঠ্যক্রম, হ্রাসকৃত সময় এবং বিকল্প পদ্ধতিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষাদান করার মতো কারিগরি জ্ঞান শিক্ষকদের থাকতে হবে। মনো-সামাজিক সহায়তা দেয়ার মতো দক্ষতাও শিক্ষকদের থাকা উচিত।
- উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনো-সামাজিক সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ শিক্ষকমণ্ডলীকে অব্যাহতভাবে উৎসাহিত ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করতে পারেন–যা তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

### শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের জন্য তত্ত্বাবধান কৌশল

- জরুরি পরিস্থিতিতে বেসরকারি সংস্থাসহ উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য তত্ত্বাবধান এবং পরীবিক্ষণ কৌশল প্রণয়ন করবেন। এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, শিক্ষকমণ্ডলী গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করার ব্যাপারে উৎসাহী এবং তাদের জন্যে পেশাগত সহায়তামূলক নেটওয়ার্ক কার্যকর রয়েছে।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উপআনুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান ও পরীবিক্ষণ করার কাজে এনজিও কর্মকর্তাবৃন্দকেও নিয়োজিত করতে পারেন। তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়।

### সক্রিয়ভাবে কার্যকর সহায়তা ও তত্ত্বাবধান কৌশল

প্রতিনিধি দলও তত্ত্বাবধান ও পরীবিক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তারা শিক্ষকমণ্ডলীর দক্ষতা যাচাই কার্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কার্যকর সহায়তা ও তত্ত্বাবধান কৌশলের আওতায় যে সকল বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা হবে তা নিম্নরূপ:

- শ্রেণিকক্ষে পাঠদান
- শিক্ষকের পাঠদান কৌশলের কার্যকারিতা
- শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের শিখনের মানোন্নয়ন নিরূপণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষকদের কীর্তি যাচাই ও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। নিয়মিত শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের কর্মকাণ্ডের ওপরে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করা হবে। তারা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করবেন:

- পড়ানোর দক্ষতা
- নিয়মিত শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন কর্মীদের আচরণ
- শিখন কেন্দ্রের পরিবেশ
- শিখন কেন্দ্রের সমস্যা
- শিখন কেন্দ্র ও শিখন কেন্দ্রে যাতায়াতের পথে নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়।

মৌলিক মানসমূহ:
জনগোষ্ঠীভিত্তিক অংশগ্রহণ, সমন্বয়, বিশ্লেষণ

## ক্ষেত্র ৫: শিক্ষানীতি

**স্ট্যান্ডার্ড ১: আইন ও নীতি প্রণয়ন**

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গুণগত শিক্ষার চলমানতা ও পুনরুদ্ধারকে এবং অবৈতনিক ও একীভূত শিক্ষায় অভিগম্যতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন

**স্ট্যান্ডার্ড ২: পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন**

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শিক্ষা নীতিসমূহ, আইন, মান ও পরিকল্পনা এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর শিখন চাহিদা শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত

# ক্ষেত্র ৫:
# শিক্ষানীতি

## মান ১: আইন ও নীতি প্রণয়ন

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গুণগত শিক্ষার চলমানতা ও পুনরুদ্ধারকে এবং অবৈতনিক ও একীভূত শিক্ষায় অভিগম্যতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

### শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ:

- জাতীয় শিক্ষা কমিশন
- শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী সংসদীয় কমিটি
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
- ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট
- ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
- ন্যাশনাল  কারিকুলাম অ্যান্ড টেকস্টবুক বোর্ড

**স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষঃ**

- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
- জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
- জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অফিস
- জেলা ভকেশনাল শিক্ষা অফিস
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার চলমানতা ও পুনরুদ্ধারকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট আইন, নিয়ম-কানুন এবং নীতিসমূহ অংশগ্রহণমূলক ও একীভূত (ইনক্লুসিভ) প্রক্রিয়ায় প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের (কনটেকস্ট অ্যানালাইসিস) মাধ্যমে প্রণীত হতে হবে। উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়ায় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিশু ও অভিভাবকসহ দেশের বিচিত্র দল ও জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সকলের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবতনের অভিঘাতের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বিপদাপন্ন দেশ। একই সাথে বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ এক দেশ। এ প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবেশগত ও রাজনৈতিক প্রভাব, সুরক্ষা ইস্যু, দুর্যোগ ঝুঁকি ও প্রস্তুতি, জলবায়ু পরিবর্তন, শিক্ষায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দুর্যোগের প্রভাব এবং গুণগত শিক্ষা চলমান রাখতে এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে তা বিবেচনায় আনতে হবে।

## স্কুল কার্যক্রমে অবৈতনিক ও একীভূত অভিগম্যতা

- সর্বাবস্থায় শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক, অভিগম্য ও একীভূত শিক্ষা বিষয়ক ইএফএ-র লক্ষ্যসমূহ 'সকলের জন্য শিক্ষা' (২০০৩-২০১৫) শীর্ষক জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

- শিশু অধিকার সনদের একটি অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম–এ সকল বিষয়াদিও বিবেচনা করবে।

- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিও শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিতে নির্দেশনা প্রদান করে।

- বাংলাদেশের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধান ও নীতিসমূহ দাতাগোষ্ঠী, বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারকে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু, জরুরি পরিস্থিতিতে অব্যাহত শিক্ষা এবং শিক্ষা সুবিধাসমূহ পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়ক বলে বিবেচিত হবে।

## মান ২: পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শিক্ষা নীতিসমূহ, আইন, মান ও পরিকল্পনা এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর শিখন চাহিদা শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

### শিক্ষা কার্যক্রম

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জরুরি কর্মসূচিসমূহ জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও চাহিদা যাচাই, সক্ষমতা উন্নয়ন, জরুরি নিয়োগ, মনো-সামাজিক সহায়তা, সমন্বয়, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিরাপত্তা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা এবং শিক্ষায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ক কর্ম-কাঠামো সহায়তা প্রদান করবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি, শিক্ষা আইন ও এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি এই কর্ম-কাঠামোর (ফ্রেমওয়ার্ক) ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। জরুরি আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয় শিক্ষানীতি ও কর্ম-কাঠামোরই অংশ। যেহেতু দেশের বিদ্যমান শিক্ষানীতি দুর্যোগকালে শিক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করে না, সেহেতু বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন অথবা শিক্ষায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ক কর্ম-কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) প্রণয়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে, যা জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা অব্যাহত রাখার আনুষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই কর্ম-কাঠামোতে জাতীয় পর্যায় থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এ ধরনের কর্ম-কাঠামো প্রণয়ন করতে পারে।

### শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতিমালা, আইন, মান ও পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করে

- শিশু অধিকার কনভেনশন
- সবার জন্য শিক্ষা
- কনভেনশন অন ইকোনমিক, সোশাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস্ (আর্টিকেল ২, ১৩, ১৪)
- কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস্ অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট ওমেন (আর্টিকেল ১০)
- কনভেনশন অন দ্য রাইটস্ অফ পারসন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটি (আর্টিকেল ২৪)

শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, আইন, ন্যূনতম মান ও পরিকল্পনা

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের নিম্নলিখিত নীতিমালা, আইন, মান ও পরিকল্পনা রয়েছে:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০
- উপআনুষ্ঠানিক  শিক্ষা নীতি কর্ম-কাঠামো ২০০৬
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫
- জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএ) ২০০৯

## শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষাখাতের পরিকল্পনায় জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আর্থিক, কারিগরি, বস্তুগত ও মানব সম্পদ বিবেচনায় আনতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি সমন্বিত অর্থায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, দাতাগোষ্ঠী, বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে এই সমন্বিত তহবিল গঠিত হবে। লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর এডুকেশন-কে নিয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও এডুকেশন ক্লাস্টার জাতীয় পর্যায়ে এই আর্থিক সমন্বয়কে নেতৃত্ব দেবে। সম্পদ বণ্টন যে সকল বিষয়াদির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করবে তা হলো: ক) অবকাঠামোগত উপকরণ, যেমন–ভবন সংস্কার বা অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কার, বিদ্যালয়ে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও শিখন উপকরণ ইত্যাদি; এবং খ) মানব সম্পদ, যেমন–শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মনোসামাজিক সহায়তা, নিয়োগ।

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, উপানুষ্ঠানিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচি মাঠ-পর্যায়ে অন্যান্য সাড়া দান প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আশ্রয় ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করবে। জাতীয় পর্যায়ে এডুকেশন ক্লাস্টার হিউম্যানিটারিয়ান কোঅর্ডিনেশন টাস্ক টিম-এর মাধ্যমে আন্ত-সেক্টর সমন্বয়কে সহায়তা দেবে। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। বিদ্যালয় পর্যায়ের উন্নতিকরণ পরিকল্পনা (SLIP) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় করবে, যেন অন্যান্য উদ্যোগ থেকেও সহায়তা গ্রহণ করা যায়। (দেখুন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ মান ১: অংশগ্রহণ)

## শব্দ-সংকেত

| | |
|---|---|
| আইএনইই | ইন্টার-এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি |
| ইউডিএমসি | ইউনিয়ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি |
| ইউজেডডিএমসি | উপজেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি |
| ইউপেপ | উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন প্লান |
| এইচসিটিটি | হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেশন টাস্ক টিম |
| এমইবি | মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড |
| এলসিজি | লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ |
| এলসিজি-এডুকেশন | লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর এডুকেশন |
| এলসিজি-সিসিই | লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্ট |
| এলসিজি-ডিইআর | লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর ডিজাস্টার এন্ড ইমারজেন্সি রেসপন্স |
| এমওই | মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন |
| এমওপিএমই | মিনিস্ট্রি অফ প্রাইমারি অ্যান্ড মাস এডুকেশন |
| এনএইএম | ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট |
| এনসিটিবি | ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেকস্ট বুক বোর্ড |
| এসএলআইপি | স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্লান |
| এসএমসি | স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি |
| ইএফএ | এডুকেশন ফর অল |
| জিও-এনজিও | গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন অ্যান্ড নন-গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন |
| জেএনএ | জয়েন্ট নিড্স অ্যাসেসমেন্ট |
| টিএলএস | টেম্পরারি লার্নিং স্পেস |
| ডিডিএম | ডিপার্টমেন্ট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট |
| ডিডিএমসি | ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি |
| ডিপিই | ডিরেক্টরেট অফ প্রাইমারি এডুকেশন |
| ডিএসএইচই | ডিরেক্টরেট অফ সেকোন্ডারি এন্ড হায়ার এডুকেশন |
| ডিটিই | ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন |
| ডিএমই | ডিরেক্টরেট অফ মাদ্রাসা এডুকেশন |
| বিএনএফই | ব্যুরো অফ নন-ফরমাল প্রাইমারি এডুকেশন |
| বিটিইবি | বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড |
| সিএএমপিই | ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন |

INEE

An international network for education in emergencies
Un réseau international pour l'éducation en situations d'urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situações de emergência
الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

শেষ প্রচ্ছদ:

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার নূন্যতম মান-বাংলাদেশ বাংলাদেশে দ্বন্দ্ব ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সকল শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জন্য গুণগত মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সুযোগ প্রদানে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

আইএনইই শিক্ষার নূন্যতম মানসমূহের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত এই নথিটি বাংলাদেশে কার্যকর, গুণগত মানসম্পন্ন এবং একীভূত শিক্ষা কী হতে পারে তার প্রয়াস পেয়েছে। এই উপকরণটি শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ, ইউনিসেফ, গণ সাক্ষরতা অভিযান ও আইএনইই-র সহায়তায় বাংলাদেশ এডুকেশন ক্লাস্টার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হয়েছে।

Global
Education Cluster
Education Cluster Bangladesh